

শ্রী গণশে চালসি



দুর্গাবাড়ী
Durgabari

॥ দ্বপিদী ॥

জয় হোক ভগবান গণশে, পুণ্যরে আবাস, দয়ালু কবী
বহ্নি হরণকারী ও মণ্ডল প্রদানকারী, জয় হোক ভগবান গরিজিলালরে।

॥ চোপাই ॥

জয় জয় জয় গণপতি রাজু। মণ্ডল ভরন করণ শূভ কাজু ॥

জয় গজবদন সদন সুখদাতা। বশ্ব বনিয়ক বুদ্ধি বধিতা ॥

বাঁকা চঞ্চু পরষিকার দাড়ি মনোরম। তলিক ত্রপিণ্ড ভল মন ভবন ॥

রৌপ্য মণি মুক্তার বুকু নকলসে। তার মাথায় সোনার মুকুট এবং বড়
চোখ ছিলি

বই হাতে কুড়াল ত্রশিলা। মোদক সুগন্ধি ফুল উপভোগ করুন।

হলুদ শরীরে সুন্দর করে সাজানো। পায়ে স্যান্ডলে ঋষি মন পুলকতি।

ধন্য শবিসুবন, ছয়মুখী ভাই। গৌরী লালন বশ্ব-বধিতা ॥

ঋদ্ধি সদ্ধি, সদ্ধি, এবং সদ্ধি, তোমার পাখা নাড়ো। তোমার হৃদয়-
যান তোমার দ্বারসমূহ শোভিত করো।

আমাকে তোমার শুভ জন্মকাহিনী বলো। তুমি ছিলে অত্যাশ্চর্য পবিত্র,
পুণ্যবতী ও মণ্ডগলময়ী।

একদা গরিরাজের কন্যা এক পুত্রের জন্ম কর্তার তপস্যা করছিলেন।

যজ্ঞ সমাপ্ত হলো, তুমি ব্রাহ্মণের বশে আবর্তিত হলো।

তুমি যে অতীতি, তা জনে গোঁরী সুখরী নানাভাবে তোমার সবার করলো।

পুত্রের জন্ম তোমার করা তপস্যার জন্ম তুমি অত্যাশ্চর্য প্রসন্ন হয়ে
আমাকে একটী বর প্রদান করলো।

হে মহাজ্ঞানী জননী, তুমি গর্ভধারণ না করাই পুত্র লাভ করছিলেন।

গণনাথক, পুণ্য ও জ্ঞানের আধার। সর্বপ্রথম পূজিত রূপ হলো
ঈশ্বর।

এই বলো তিনি অন্তর্ধান করেন। তিনি দোলায় থাকা এক শিশুর রূপ
ধারণ করেন।

যখন তিনি শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করেন, তখন তাঁর মুখে গোঁরীর
মতো আনন্দ আর থাকে না।

সকলহে আনন্দ ও মঙ্গলরে গানে মগ্ন। দবেগণ ও ঋষগিণ আকাশ
থকে পুষ্পবৃষ্টি করেনে।

শ্রী শবি ও উমা বহু দান করেনে। দবেগণ ও ঋষগিণ পুত্রকে দর্শন
করতে আসনে।

এই অত্বন্ত আনন্দময় ও শুভ আয়োজন দখে রাজা শনতি তা দখেতে
আসনে।

গণনাযক, পুণ্য ও জ্ঞানরে আধার। সর্বপ্রথম পূজতি রূপ হলনে
ঈশ্বর।

এই বলতে তিনি অন্তর্ধান করেনে। তিনি দোলায় থাকা এক শশিরূপ
ধারণ করেনে।

যখন তিনি শশির মতো কাঁদতে শুরু করেনে, তখন তাঁর মুখে গৌরীর
মতো আনন্দ আর থাকে না।

সকলহে আনন্দ ও মঙ্গলরে গানে মগ্ন। দবেগণ ও ঋষগিণ আকাশ
থকে পুষ্পবৃষ্টি করেনে।

শ্রী শবি ও উমা বহু দান করেনে। দবেগণ ও ঋষগিণ পুত্রকে দর্শন
করতে আসনে।

এই অত্বন্ত আনন্দময় ও শুভ আয়োজন দখে রাজা শনতি তা দখেতে
আসনে।

গরিজার মনে কঁচু সন্দেহে জাগল। "আমার এই উৎসব শনরি পছন্দ
নয়।"

শনি দ্বিধাগ্রস্ত মনে বলল, "শশুটিকে দেখিয়ে তুমি কী করবে?"

উমা তাকে বিশ্বাস করল না। সে শনকে শশুটিকে দেখতে বলল।

শনরি দৃষ্টি মাটিতে পড়তেই শশুটির মাথা আকাশে উড়ে গেল।

শোকের গরিজা মাটিতে পড়ে গেল। তার দুঃখ ছিল অবর্ণনীয়।

কলৌসে তুমুল হট্টগোল শুরু হলো। শনকে দেখে সে তার পুত্রকে বিনাশ
করল।

অতঃপর, বসিণু গরুড়ের পিঠে চড়ে সোজা এগিয়ে গেলেন। তিনি চক্রটি
কটে হাতের মাথাটি নিয়ে এলেন।

তিনি সর্পি শশুটির ধড়ের উপর স্থাপন করলেন। তিনি প্রাণমন্ত্র পাঠ
করে শশুটিকে শঙ্করের হাতে তুলে দিলেন।

তারপর তিনি তার নাম রাখলেন গগনে ও শম্ভু। তিনি প্রথম পূজ্যকে
প্রজ্ঞার আশীর্বাদ দিলেন।

যখন শনি তাঁর প্রজ্ঞার পরীক্ষা নলিনে, তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ
করলেন।

সহে ষড়পদী মায়া ভুলে হুঁটে চললেন। আপনি এক চিন্তাপদ্ধতি
উদ্ভাবন করলেন।

আপনি আপনার পতিমাতার চরণ ধরে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন।

ধন গগণে বললেন, শবিরে হৃদয় আনন্দে ভরে গেলো। আকাশ থেকে
দেবগণেরে বহু পুষ্প বর্ষতি হলো।

আপনার মহিমা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা হয়। বাকী সহস্র মুখ তা গাইতে
পারেনা।

আমি, এক মূর্থ, নোংরা ও অসুখী ব্যক্তি, কীভাবে আপনার কাছে
প্রার্থনা করব?

আমি প্রয়াগে দূর্বাসা দর্শন করে রামসুন্দর প্রভুদাসের আরাধনা
করি।

হে প্রভু, এখন এই দীনহীনকে প্রতি কৃপা করুন। আমাকে আপনার কিছু
শক্তি ও ভক্তি দান করুন।

॥ দোহা ॥

শ্রী গগণে, একাগ্রচিত্তে এই চালসি পাঠ করুন। আপনার গৃহ নতুন
মঙ্গলময়তায় পূর্ণ হোক এবং আপনি জাগতিক সম্মান লাভ করুন।

সংবৎ ১০১০ খ্রিঃ পঞ্চমী দীনশে। চালসি পাঠ সম্পন্ন হয়েছে এবং
গগণেরে মঙ্গলময় রূপ পূর্ণতা লাভ করেছে।